Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৭ মার্চ, ২০১৭

৪০ বর্ষ ১০ সংখ্যা ৬ মার্চ, ২০১৭, সোমবার, ২২ ফাল্গুন, ১৪২৩

৫ মার্চ শিল্পশহর দুর্গাপুরকে বাঁচাতে নেহেরু স্টেডিয়াম থেকে ২৫ কিমি দৌড়ে শামিল হলেন দুর্গাপুরের ক্রীড়াবিদরা।

আত্মঘাতী পরিবারের পাশে মহিলা সমিতির প্রতিনিধি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৩ মার্চ : তৃণমূলের ডাকা সালিশি সভায় অপমানে আত্মঘাতী গৃহবধূর পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি।

পূবস্থলী ১নং ব্লকের নাদনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতগড়িয়া গ্রামের গৃহবধূ প্রিয়াঙ্কা মাঝির বাড়িতে গিয়ে বাবা, মা প্রতিবেশীদের সঙ্গে সঙ্গে দেখা করলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির এক প্রতিনিধি দল। এই নির্যাতিতা পরিবারের পাশে থেকে আইনী এবং সব রকমের সাহায্য দেবার কথা বলেন।

বধূ নির্যাতন, আত্মহত্যায় প্ররোচনা প্রিয়াঙ্কা মাঝির পরিবারের পক্ষ থেকে নাদনঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে। প্রিয়াঙ্কার জা অপর্ণা মাঝি ছাড়া আর কোনো অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। বাকি অভিযুক্তরা হলেন প্রিয়াঙ্কা মাঝির স্বামী বাসুদেব মাঝি, শ্বশুর সুবল মাঝি, শাশুড়ি আদর মাঝি, দেওর জয়দেব মাঝি। এরা সবাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

মহিলা নেত্রী আলেয়া বেগম বলেন, অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। যাতে অপরাধীরা কোনভাবে ছাড়া না পায়, তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। দোষিরা উপযুক্ত শাস্তি এবং গ্রেপ্তার না হলে মহিলা সমিতি নাদনঘাট থানায় যাবে গণডেপুটেশন দেবার কথা এদিন তিনি জানান।

উল্লেখ্য সাতগড়িয়া গ্রামে মাস ছয়েক আগে প্রেম করে বিয়ে হয় গ্রামের বাসুদেব মাঝির (২৫) সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা হাজরার (১৮)। মাসখানেক আগে কাজের নাম করে কেরালায় চলে যান স্বামী। স্ত্রীকে রেখে যায় তার বাবার বাড়িতে। এর পর ফোনে জানান, প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে সে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। এই ঘটনায় বাসুদেবের বাড়ির লোকজন স্থানীয় তৃণমূলীদের গ্রাম-সালিশী সভা ডেকে ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রিয়াঙ্কা পরিবারের উপর জোর করে চাপ দিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করে। সভায় প্রিয়াঙ্কার মা-কাকা আত্মীয়দের চরম লাঞ্ছিত হতে হয়। অপমানে প্রিয়াঙ্কা বাড়ি চলে এসে নিজের ঘরে গলায় কাপড়ের ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

সিপিআই(এম) নেতা ও কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পি বিজয়ন-কে খুনের হুমকির প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ মার্চ : তৃণমূল সরকারে আসার পর পশ্চিমবাংলায় আর.এস.এস.-এর পোয়া বারো। এই সময়কালের মধ্যে উগ্র হিন্দুত্ববাদী আর.এস.এস. তাদের শাখা সংগঠন বাড়িয়েছে কয়েকগুণ। পশ্চিমবঙ্গ এখন আর.এস.এস-এর উর্বর মাটি। উল্টোদিকে আর.এস.এস. কেরলের সিপিআই(এম) নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী পিনরাই বিজয়ন-এর মাথার দাম ঘোষণা করেছে ১ কোটি টাকা। একমাত্র বামপন্থী দলই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তা আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল ওই ঘোষণার মধ্যে।

এর প্রতিবাদে তীব্র গর্জে উঠল সিপিআই(এম) সারা দেশে। গর্জে উঠল বর্ধমানও। এদিন সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর জোনালের উদ্যোগে বহু কর্মী সমর্থকরা জড়ো হয় কার্জনগেটে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে বড়সড় মিছিল এদিন কার্জনগেট থেকে মিছিল পৌঁছায় রেলস্টেশনে। মিছিলে দাবি ওঠে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবাংলাতেও আর.এস.এস.-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে টু শব্দটি করেননি। কথায় কথায় যেখানে প্রতিক্রিয়া দেন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে খুন করলেও কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, জোনাল সম্পাদক তাপস সরকার, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন জেলায় সর্বত্রই প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে।

সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য তথা কেরালার মুখ্যন্ত্রী পিনরাই বিজয়নের মাথার দাম ১ কোটি ঘোষণা করে তাঁকে খুনের হুমকির বিরুদ্ধে আজ বিকালে পথে নামে গলসীর মানুষ। মিছিলের পর তাৎক্ষণিকভাবে আয়োজিত পথসভায় গলসী বাজারে বক্তব্য রাখেন মুস্তাক হোসেন, শিশির কেশ ও অমিতাভ মণ্ডল।

দেনার দায়ে আত্মঘাতী কৃষক কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : নিজের স্ত্রীকে দুটি মুড়ি কিনে এনে খাওয়ানোর ক্ষমতাও আমার নেই। তাই ভাত খাওয়ার অধিকারও আমার নেই। এই বলে ঘরে না গিয়ে বারান্দাতে শুয়ে পড়েছিলেন নরেন সাঁতরা। বার বার বলেও ওনাকে আর ঘরে নিয়ে যেতে পারেনি। রাত দুটোর সময় ওর স্ত্রী বন্দনাদেবী উঠে দেখেন উনি ঠাকুর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। বলছিলেন ১ ফেব্রুয়ারি রাতে আত্মঘাতী হওয়া ঋণগ্রস্ত কৃষক নরেন সাঁতরা (৬২)-র স্ত্রী বন্দনা দেবী। ঘটনাটি কালনা থানার বাঘনাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সলঘরা গ্রামের। প্রান্তিক কৃষক নরেন সাঁতরার চার মেয়ে। তাদের প্রত্যেকের বিয়ে হয়ে গেছে। স্ত্রী বলেন, বিয়ে দেওয়া ও চাষে লাভ না হওয়ায় বাজারে কয়েক লক্ষ টাকা দেনা। নিজস্ব জমিটুকুও সম্পূর্ণ বন্ধক পড়ে গেছে। এলাহাবাদের এক বাবুর বিঘা দেড়েক জমি তারা ঠিকা নিয়ে চাষ করে। সেই বাবুকেও কয়েক বছরের ঠিকার পয়সা মেটানো হয়নি। কয়েক হাজার টাকা তিনি পাবেন। খুব ভালো মানুষ, তাই কিছু বলেননি। ধার দেনা করে এবারে দেড় বিঘা জমিতে আলু চাষ করা হয়েছে। উনি ভেবেছিলেন আলু তুলে এবার কিছু দেনা শোধ করবেন। কিন্তু আলুর দাম নেই বলে আজ তুলবো, কাল তুলবো করে কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। দেনা বেড়েই যাচ্ছিল। তাঁর কাজ করার উপায় ছিল না। কারণ পড়ে গিয়ে ডান কব্জি ভেঙে গিয়েছিল। আমি ১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মুড়ি খেতে চাওয়ায় উনি সেই দোকানে যান। কিন্তু সেখানে মুড়ি না থাকায় অন্য দোকানে ধারে মুড়ি কিনতে চান। কিন্তু ধারে মুড়ি না পেয়ে বাড়ি ফিরে অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করেন। তারপর ভাত না খাওয়া, ঘরে না শুয়ে বারান্দাতে শোওয়া। শেষে আত্মঘাতী। ২ মার্চ কালনা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়।

সারা ভারত কৃষকসভার কালনা জোনাল সম্পাদক মহম্মদ আলী বলেন, আমাদের রাজ্যে এক কেজি আলু উৎপাদন করতে কৃষকের ব্যয় হয় পাঁচ থেকে ছয় টাকা। আর কৃষক দাম পান দুই থেকে আড়াইশো টাকা কুইন্টাল। ধানের লোকসানের সাথে আলুর দামের এই অবস্থা হলে রাজ্যের কৃষকের কি হাল হয় তার নজির নরেন সাঁতরার আত্মঘাতী হওয়া। এই অবস্থা হবে জেনেই আমরা কৃষকসভার পক্ষ থেকে আন্দোলন শুরু করেছি। আমাদের দাবি ৩৫০ টাকা বস্তা ৫০ কেজি দরে সরকারকে আলু কিনতে হবে। গরিব, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি ঋণ মকুব করতে হবে। সরকারকে এ দাবি মানাতে না পারলে কৃষকের মৃত্যুমিছিল বন্ধ হবে না।

বস্তাপিছু ৩৫০ টাকা ন্যূনতম দামের দাবিতে আন্দোলন চলছে কৃষি অঞ্চলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ মার্চ : ৩৫০ টাকা বস্তা দরে সরকারকে আলু কেনার দাবিতে উত্তাল হল কৃষি এলাকাতে। সারা ভারত কৃষকসভা কালনা, মেমারি, জামালপুর, আউসগ্রামে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এখন মাঠে আলু বিকোচ্ছে ১৬০-১৮০ টাকা বস্তা। যেখানে ১ কেজি আলু উৎপাদন করতে চাষিকে ৫-৬ টাকা খরচ করতে হচ্ছে, সেখানে বিক্রি হচ্ছে সাড়ে তিন টাকা কেজি। অর্থাৎ বিঘা পিছু লোকসান দশ হাজার টাকা। ধানের পর আলুতেও লোকসানে পড়ায় চাষি দিশাহারা। মেমারির চাষি কোরবান সেখ জানালেন ধার করে দশ বিঘা জমি চাষ করেছি। এখন যা

অবস্থা মাঠের আলু মাঠেতেই থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী মেকি কৃষক দরদী। কৃষি মেলা এবং ক্লাবগুলোতে যেভাবে দান খয়রাতি চলছে তার সামান্য অংশ খরচ করে আলু কিনলে চাষি দাম পায়।

এবার সারা জেলায় আলু চাষ হয়েছে ৭৩ হাজার হেক্টর জমিতে। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা যায় গত বছরে

—এরপর চারের পাতায়

বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ মার্চ : কালনার হরিহরপাড়ার বোমা বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত তৃণমূলের শ্রমিক নেতা বাবু মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই নিয়ে ওই ঘটনায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচ। এদিন ধৃত বাবু মণ্ডলকে কালনা অতিরিক্ত দায়রা আদালতে হাজির করলে বিচারক দেবাশীস বর্মন ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য দিনের বেলায় তৃণমূল নেতার ওই বাড়িতে বোমা বানানোর সময় বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে নব বাগ, বুদ্ধ মালিক, উদয় বারিককে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থা নব বাগ ও বুদ্ধ মালিকের মৃত্যু হয়। তৃণমূল নেতা বাবু মণ্ডল আহত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার পরই তৃণমূলের বর্ধমান জেলা সভাপতি তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ঘোষণা করে দেন—বাবু মণ্ডল তৃণমূলের কেউ নয়। ঘটনার তিন দিন পর শিলিগুড়ি থানার পুলিশ বাবু মণ্ডলকে আহত অবস্থায় আটক করে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। কালনা থানার পুলিশ শিলিগুড়িতে গিয়ে বাবু মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে কালনায় নিয়ে আসে। ৫ মার্চ কালনা অতিরিক্ত দায়রা আদালতে তাকে হাজির করানো হলে বিচারক ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। বিস্ফোরণে অন্য ধৃতরা হল রবিউল আলম, চঞ্চল যশ, বিশ্বজিৎ

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৬ মার্চ, ২০১৭

শিক্ষক নিয়োগে স্বেচ্ছাচার

ভাই-ভাইপো থেকে স্ত্রী, এমনকি হবু স্ত্রী পর্যন্ত, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপোষণের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। মেধার পরিবর্তে দলীয় আনুগত্য ২০১২ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সময় থেকে রাজ্যে অন্যতম শর্ত হয়ে উঠেছে যেন। আত্মীয়রা বাড়ির পাশের স্কুলে যাতে চাকরি করতে পারেন, সে ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা তোলপাড়। শিক্ষক নিয়োগে যা খুশি তাই করা হয়েছে। পড়ুয়ার সংখ্যা যেখানে মাত্র ২০। ৩ জন শিক্ষক রয়েছেন স্কুলে সেখানে আরো ৩ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। অপরদিকে প্যারাটিচার, প্রতিবন্ধীর তকমা দিয়ে চাকরি বাতিলের পর সামনে এল নতুন তকমা 'এক্সেম্পটেড'। সদ্য নিযুক্ত যুবক-যুবতী চাকরি পাওয়ার পর বন্ধুদের ভুরিভোজে আপ্যায়িত করে চাকরি বাতিলের ফরমান সহ্য করার মত অবস্থায় থাকতে পারেন কি করে—এমনই ধৈর্য্যের পরীক্ষা চলছে যেন গোটা রাজ্য জুড়ে। আইনি পথে বা লাগাতার বিক্ষোভ বা ধরনায় তাদের সহিষ্ণুতা কাটবে এমন মনে করার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। হয়তো দলীয় আনুগত্যের প্রকাশই শেষ পর্যন্ত তাদের লড়াইয়ে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করবে এমনও হতে পারে। প্রতারিত ও বঞ্চিত এই যুব সম্পদের হাতেই ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরি করার নির্দেশিকা রাজ্যকে কোন পথে এগিয়ে দেবে তা ভেবে সঙ্কিত হতে হয়। একই সঙ্গে মেধা নিধনের রাজসূয় যজ্ঞ রাজ্যকে যে অন্ধকারের গর্ভে নিক্ষেপ করবে না—তা কে বলতে পারে! ছাত্র-যুবরা আন্দোলন করছেন কিন্তু এই স্বেচ্ছাচার বন্ধের জন্য যদি সমাজের শিক্ষককূল বা আপামর জনসাধারণ না দৃষ্টিপাত করেন তবে তা ক্রমশ বিস্তার ঘটাবে রাজ্যের সর্বত্র একথা কি ভাবছেন সকলে?

বর্ধমান পুর বাজেট, উন্নয়নের দিশা কোথায়?

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ২০১৭-১৮ বর্ষের ২৬৯ কোটি টাকার বর্ধমান পুর বাজেট পেশ করলেন বর্ধমান পুরসভার পুরপতি স্বরূপ দত্ত। এদিন পুর কাউন্সিলারদের অনুমোদনের পর সাংবাদিকদের বাজেটের প্রতিলিপি দিয়ে হাসিমুখে বর্ধমান শহরের নানাবিধ উন্নয়নের ফিরিস্তি শোনালেন। কিন্তু তাঁর বাজেট প্রতিলিপিতে উল্লেখিত রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তর, বর্ধমান হাসপাতাল, তথা মেডিক্যাল কলেজ, বি.ডি.এ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, অগ্নি নির্বাপক সংস্থা তথা দমকল বিভাগ, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড-এর বকেয়া বিপুল পরিমাণ করের যে উল্লেখ করেছেন সেগুলি কিভাবে আদায় হবে তার কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও ৫৮,১৮,২,৭০২ টাকার অনাদায়ী করের বোঝা যে পুরনাগরিকদের ঘাড়ে চাপবে স্মিত হাসিতে তা বুঝিয়ে দেন। উল্লেখ্য যে ২০১৬-১৭ বর্ষে তিনি ২৩৯ কোটি টাকার বাজেট দেখিয়েছিলেন শহরবাসীকে। অথচ তাঁর পরিসংখ্যানে দেখা গেল গত ৯ মাসে সর্বসাকুল্যে পুরসভার আয় ১,৩৬,০০,৬৩,৫৭৯.১০ টাকা আর খরচ ৫৮,০০,৩৮,৮৩৫.০১ টাকা। অর্থাৎ আয়ব্যয় সর্বমোট ২,১৪,০০,৮৮,৩২৩.১৯। অর্থাৎ বাজেট অনুসারে প্রায় আরো ২৫ কোটি টাকার নয়ছয় হবে পরবর্তী তিন মাসে। ইতিমধ্যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস চলে গেছে। শহরের কোথাও তেমন উন্নয়ন হচ্ছে বলে চোখে পড়েনি। আবার একটি যদি আছে। যদি সরকারি অনুদানগুলি ঠিক ঠিক পাওয়া যায়, নইলে শহরবাসীর ভোগান্তি বাড়বে অথবা উন্নয়ন নৈব নৈব চ। এতদ্ সত্ত্বেও ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের জন্য বাড়ানো হল ৩০ কোটি টাকা। বিগত বছরে আয়ের তুলনায় ব্যয় হয়েছে আয়ের ৫৩ শতাংশ। সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলছেন পুরপতি। চলতি বছরে তা আরো কমবে বলেই অনুমান। এই পর্যন্ত আয়ের মাত্র ৪২ শতাংশ পুরসভা খরচ করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় উন্নয়নের যে ঢাক বেজে চলেছে তা তো শূন্য কুম্ভের আওয়াজ বলেই মনে হচ্ছে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বাধীনতার পর কবে কলকাতা হাইকোর্ট আইনসম্মত বলে রায় দেয়?
২. হাওড়া জেলা কবে গঠিত হয়েছিল?
৩. হাওড়া ব্রিজ কবে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়? কত সালে নির্মাণ শুরু হয়েছিল?
৪. কবে হাওড়া ব্রিজের নাম রবীন্দ্র সেতু রাখা হয়েছিল?
৫. ভারত থেকে শেষ ব্রিটিশ সেনাদলটি বিদায় নিয়েছিল কবে?
৬. প্রতিবন্ধী (দুই হাত নেই) কোন নারী কবে পা দিয়ে এরোপ্লেন চালানোর স্বীকৃতি পায়?
৭. কমিউনিস্ট নেতা অনিল বিশ্বাস কবে জন্মান? কবে মৃত্যু? এই একই দিনে আর কোন কমিউনিস্ট নেতার জন্ম?
৮. পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কবে গঠিত হয়? মুখ্যমন্ত্রী কে হন? উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী কে হন?
৯. শকাব্দ কে প্রচলন করেন?
১০. বর্ধমান জেলার প্রখ্যাত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক কবে কোথায় জন্মান?
১১. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট নেতা জোসেফ স্তালিন কবে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন?
১২. কমিউনিস্ট নেতা তথা সোভিয়েত রাশিয়ার রূপকারদের মধ্যে অন্যতম জোসেফ স্তালিন কবে প্রয়াত হন? কবে তাঁর জন্ম?

(উত্তর শেষের পাতায়)

নারীদিবসে স্মরণীয় বিজ্ঞানী অসীমা চট্টোপাধ্যায়

শ্যামসুন্দর বেরা

শতবর্ষে স্মরণ

বছরটা ১৯১১। ৮ মার্চকে নারীদের সমানাধিকার আদায়ের প্রত্যয় ব্যক্ত করার দিন হিসেবে পালনের কথা বলেন জার্মানির সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন। সেই শুরু। তারপর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি আসে ১৯৭৫ সালে। ঘোষিত এই আর্ন্তজাতিক দিনে স্মরণীয় বর্ধমান জেলার সঙ্গে যোগসূত্র থাকা বিজ্ঞানী অসীমা চ্যাটার্জি। এবছর তাঁর জন্মশতবর্ষও।

জন্মেছিলেন কলকাতায় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর। বাবা ডা. ইন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি কলকাতায় থাকলেও তাঁরা আদতে ছিলেন হুগলির হরিপালের বাসিন্দা। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে স্নাতক অত্যন্ত এই মেধাবী ছাত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈবরসায়ন বিষয়ে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের কন্যা ছেলেদের সঙ্গে কলেজে পড়বে এই বিষয়ে বাবা-মাকে বাদ দিয়ে পরিবারের অন্যান্য বড়দের ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু তাঁর আধুনিকমনস্ক মা কমলাদেবী কোনো আপত্তিই মানেননি মেয়েকে ছেলেদের সঙ্গে কলেজে পড়াতে। মেয়েকে সব দিকে পারদর্শী হিসেবে গড়ে তুলতে কোনো দিকে খামতি রাখেননি বাবা-মা। প্রাচীন সাহিত্যে জ্ঞান লাভের জন্য সংস্কৃত শিখেছিলেন, ১৪ বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন অসীমা চ্যাটার্জি।

১৯৪০-এ লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে রসায়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান ছিলেন তিনিই। গবেষণা করেছিলেন উদ্ভিদ রসায়ন এবং কৃত্রিম জৈব রসায়ন বিষয়ে। তিনিই প্রথম মহিলা যিনি রসায়ন শাস্ত্রে কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস-সি ডিগ্রি পান ১৯৪৪-এ। ওই বছরই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে সাম্মানিক শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৭-এ তিনি প্রথমবার আমেরিকায় যান গবেষণার কাজে। এ সময় তিনি দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন গভর্নেস সহ তাঁর এগারো মাসের কন্যা জুলিকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকায় যেতে। সেখানেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্পর্শে আসেন। এ-দেশেও আমৃত্যু জড়িয়ে ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। তিনি গবেষণা করেছেন ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন, ম্যাডিসন ও ক্যালটেক থেকে। দেশে ফিরে ১৯৫৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ছিলেন খয়রা প্রফেসর হিসেবে।

তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন তাঁর ভিঙ্কা অ্যালকলয়েডের (নয়নতারা) ওপর গবেষণার জন্য যেটি কর্কট রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। মৃগী রোগের ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন শুশুনি শাক থেকে এবং ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন ছাতিম, কুটকি, চিরতা প্রভৃতি থেকে।

জন্মসূত্রে পদবি মুখার্জি হলেও চ্যাটার্জি হয়েছিলেন পরে। ১৯৪৫ সালে তিনি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন বরদানন্দ চ্যাটার্জির সঙ্গে। তিনি ছিলেন বর্ধমান জেলার গুসকরার কাছে শিববাটি গ্রামের এক কৃতী সন্তান।

বরদানন্দ চ্যাটার্জি ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সিটি কলেজ থেকে রসায়নে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান স্বরূপ। ভারত সরকারের স্কলারশিপ পেয়ে গবেষণা করেছেন আমেরিকার উইসকনসিন এবং মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশে ফিরে প্রথমে যোগদান করেন দিল্লিতে ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে। পরে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন এবং ১৯৬৪ সালে উপাধ্যক্ষ হন শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। মাত্র ৯ বছর বয়সে পিতাকে হারানো সুদর্শন, উজ্জ্বল চোখের এই কৃতী ছাত্রকে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর দাদা শৈলেশনাথ চ্যাটার্জি। এই কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে গ্রাম বা দাদাকে তিনি কোনদিনই বিস্মৃত হন নি। গ্রামের প্রতি ছিল অমোঘ টান।

ক্যান্সার নিরাময় বিষয়ে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী লাইনাস পাওলিং একসময় সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলেছিলেন। নিয়ম করে ভিটামিন-সি খাবার খুব সহজ পরামর্শ ছিল তাঁর। বিতর্কও হয়েছিল এ বিষয়ে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ক্যান্সার অ্যান্ড ভিটামিন সি' শীর্ষক একটি বই লিখেছিলেন। ক্যান্সার নিরাময় বিষয়ে কাজ করেছিলেন অসীমা চ্যাটার্জি। ১৯৫৩ সালের ৭ জুলাই তিনি চিঠি লিখে সর্পগন্ধার অ্যালকালায়েড বা উপক্ষারের এক্স-রে বিশ্লেষণগত ফলাফল বিষয়ে পরামর্শ চান পাওলিং-এর কাছে।

শিক্ষা এবং কর্মসূত্রে পেয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ ভারতসেরা বিজ্ঞানীদের। ভারতীয় বনৌষধি নিয়ে গবেষণা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'ভারতীয় বনৌষধি' শীর্ষক ছটি গ্রন্থের পরিমার্জন ও সম্পাদনা করেন তিনি। অসীমা চ্যাটার্জি সত্যেশচন্দ্র পাকড়াশির সঙ্গে যৌথভাবে রচনা করেন 'দ্য ট্রিটিজ অব ইন্ডিয়ান মেডিসিন্যাল প্ল্যান্টস' শীর্ষক গ্রন্থ। তাঁরই প্রচেষ্টায় সল্টলেকে গড়ে ওঠে আয়ুর্বেদ গবেষণা কেন্দ্র। সব কাজে উৎসাহ পেয়েছিলেন বাবা এবং স্বামীর কাছ থেকে, পাশে পেয়েছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ভাই সরসীরঞ্জন মুখার্জিকে।

নিজস্ব ক্ষেত্রে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর সহ বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। তিনি ১৯৭৫ সালে পদ্মভূষণ পান। ওই বছরই তিনি প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী হিসেবে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। সাম্মানিক ডি.এস-সি উপাধি ডিগ্রি পান বর্ধমান, কল্যাণী, বিদ্যাসাগর এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য। কাছের মানুষদের তিনি বলতেন, "যতদিন বাঁচি ততদিন যেন শুধু কাজ করেই যাই।" বাস্তবে তিনি আমৃত্যু কাজই করে গেছেন মানুষের কল্যাণে। ৯০ বছর বয়সে ২২ নভেম্বর ২০০৬ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতি বছরই আসে এবং চলে যায়। শুধু আয়োজনে আড়ম্বরতা নয়, অসীমা চ্যাটার্জির মতো মানুষের জীবনকে উপলব্ধি করে আরও অসীমা চ্যাটার্জি গড়ে তোলার ব্রত নিলে নারীদিবস পালনের উদ্দেশ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা—সবই বাস্তবায়িত হবে।

দেবীপুরে রেল অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৩ মার্চ : ডাউন বর্ধমান হাওড়া লোকাল মাসে ২৮ দিন দেরি করে আসার কারণে আজ সকাল ৯টা ২২ মিটি থেকে ১০টা ৩৩ মিনিট পর্যন্ত অবরোধ ও বিক্ষোভ দেখান অফিসযাত্রীরা। নিত্য যাত্রীদের দাবি প্রত্যেকদিন ট্রেনটি ২৫/৩০ মিনিট দেরিতে দেবীপুর স্টেশনে আসছে। দেবীপুর স্টেশনে ঢোকার টাইম সকাল ৮টা ৫৫ মিনিট। প্রায় মাসে ২৮ দিন ট্রেন দেরিতে আসছে। ট্রেনযাত্রীরা জানান, ট্রেনটিকে শক্তিগড় স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দু-তিনটি এক্সপ্রেস ট্রেন পাস করানো হয়। এদিন সকালে হঠাৎ রেল লাইনের উপর পাথর চাপিয়ে অবরোধ করেন যাত্রীরা। ফলে আপ ও ডাউনের বিভিন্ন স্টেশনে পরপর ট্রেনগুলি দাঁড়িয়ে যায়। মা তারা

এক্সপ্রেস আপ দেবীপুর দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে অবরোধের জেরে দেবীপুর স্টেশন সংলগ্ন রেল গেট বন্ধ থাকে। সেই কারণে মেমারি বিটরা বাস রুটের সমস্ত বাস, ট্রেকার, লরি, এ্যাম্বুলেন্স দীর্ঘক্ষণ অবরোধের মধ্যে পড়লে সমস্ত বাস ট্রেকারের যাত্রী ও রোগীরা চরম সমস্যায় পড়েন। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলাকালীন যাত্রীরা স্টেশন মাস্টারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। ভাঙচুর ও মারধোরের চেষ্টা করেন কিছু যাত্রীরা। এরপর মেমারি থানার পুলিশ, রেলের জি.আর.পি, আর.পি.এফ. যৌথভাবে যাত্রীদের নিয়ে আলোচনা করেন। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে যাত্রীদের অফিসাররা বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলেন, আপনাদের দাবির বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করা হবে এই আশ্বাসের ফলে অবরোধ তুলে নেওয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

মৎস্যচাষের ভূমিকা ও তার খাদ্যগুণ

ড. অপূর্বরতন ঘোষ

আমরা সবাই মাছ চাষ বলতে বুঝি জলের গুণাগুণ ঠিক রাখা। তাহলেই মাছ চাষে ঠিক মতো ফলন দেবে। কিন্তু চাষিভাইদের জানতে হবে পুকুরের মাটি হচ্ছে আমাদের মাছ চাষের রান্নাঘর। মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় গুণগত জলের সম্ভার হলো একমাত্র সুস্থ পুকুরের মাটি। সুতরাং সঠিক উপায়ে মাছ চাষ করতে গেলে বছরে অন্তত একবার মাটি পরীক্ষা করতেই হবে। আধুনিক পদ্ধতিতে সঠিক উপায়ে মাছচাষ করতে গেলে চাষিভাইদের যেমন মাটি পরীক্ষার প্রয়োজন—তেমনি অন্তত মাছের পোনা ছাড়ার আগে একবার জল পরীক্ষারও প্রয়োজন, কারণ কৃত্রিম খাদ্যের যোগান কতখানি হওয়া প্রয়োজন, সার বা গোবর বা চুন বা ওষুধ কতটা দেওয়া প্রয়োজন সবটাই নির্ভর করছে ওই জলের গুণাগুণ বিচার করার উপর। ২০০৮ সালে ভারত পৃথিবীর ষষ্ঠ দেশ হিসাবে সামুদ্রিক ও স্বাদু জলের মাছ রপ্তানি করেছিল এবং খামারজাত মাছ চাষের ক্ষেত্রে ছিল দ্বিতীয়। এর পরিমাণ ছিল ৩.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারত মাছচাষের হার বাড়িয়েছে প্রায় ১০ গুণ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ২০ বছরে উৎপাদনের পরিমাণ হয়েছে দুগুণ। যেখানে বলা হয়েছে যে ওই ২০ বছরের সময়কালে খাদ্যশস্য, দুধ, ডিম ও অন্যান্য খাদ্যবস্তুর উৎপাদনের হারের থেকেও বেশি। ভারতের সুদীর্ঘ সামুদ্রিক উপকূলবর্তী অঞ্চলের মোট দৈর্ঘ্য হলো ৭৫১৭ কিমি। এর মধ্যে যতগুলি গ্রামের অবস্থান আছে তার মধ্যে অন্তত ৩৮২৭টি গ্রামে মাছ চাষ হয় এবং অন্তত ১৯১৪টি গ্রাম একেবারে প্রথাগত পদ্ধতিতে চাষ করে থাকে। অন্যদিকে ভারতের স্বচ্ছ জলের পরিমাণ প্রায় ১৬,০০০ বর্গ কিমি, এর মধ্যে নদী-নালা, ছোট-বড় জলাশয়, দিঘি, পুকুর ইত্যাদির পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ হেক্টর। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জানা যাবে যে মোট মাছচাষিদের মধ্যে ১.৭ মিলিয়ন চাষি সরাসরি পুরো মাছ চাষের উপর নির্ভরশীল, ১.৩ মিলিয়ন মানুষকে বলা হয় আধা মাছচাষি, এবং ২.৩ মিলিয়ন মানুষকে বলা হয় প্রয়োজনভিত্তিক মাছ চাষি। সুতরাং সর্বমোট ৫.৩ মিলিয়ন ভারতবাসী পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মাছ চাষে যুক্ত। এব্যাপারে আমাদের দেশ নরওয়ে ও চিন দেশের তুলনায় অনেক নীচে। তবে গত সাত বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রথম সারির রাজ্য বলে চিহ্নিত এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পুরস্কৃত সর্বাপেক্ষা বেশি উৎপাদক রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত—এর জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া হয়, তার নাম ‘‘Fisheries–A Prize Catch in Indian Export Basket.’’ ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য যেখানে সব ধরনের মাছ চাষ হয়ে থাকে যেমন, স্বাদু জল, লোনা জল, উপকূলবর্তী অঞ্চলের জল, সামুদ্রিক জল ও নোংরা বা ময়লা জল—এই সমস্ত জলাশয়ে মাছ চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মাছচাষের ৭৫ শতাংশ চারাপোনা বা যাকে বীজতলা বলা হয় তা সরবরাহ করে থাকে। যার পরিমাণ প্রায় ১১.৭ লক্ষ টন, এর আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য প্রায় ৩৩,৪৪২ কোটি টাকা। ভারত পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম মৎস্য যোগানকারী দেশ হিসাবে পরিচিত। ২০০৫ সালে এর রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬০,০০,০০০ টন, এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবদান ২০ শতাংশ, এবং পৃথিবীর ৯০টি দেশে ভারত মাছ রপ্তানি করে থাকে, যার আয়ের পরিমাণ ১.৮ বিলিয়ন ডলার। ভারত মাছ উৎপাদনে চিনের পর তৃতীয় দেশ বলে পরিচিত। ২০১৪-১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের মাছের উৎপাদন ছিল প্রায় ১৭ লক্ষ টনেরও বেশি। ভারতের ‘জাতীয় উৎপাদিত পণ্যসেবা’ বা ‘সর্বমোট জাতীয় উৎপাদন’ (জি.ডি.পি)-এতে মাছ চাষের অবদান প্রায় ১.০৭। যদিও পৃথিবীর মোট মাছে চাষের ৯০ শতাংশ আসে সাগর বা সমুদ্রের জল থেকে।

এই লেখাটির আরও একটি উদ্দেশ্য হল মাছের গুণাগুণ বর্ণনা করা ও মাছ খাওয়ার ভালো দিকটি তুলে ধরা। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬০ ধরনের মাছ পাওয়া যায়, এর মধ্যে ১৫-২০ প্রজাতির মাছ চাষ হয়ে থাকে, তবে তার মধ্যে ৮৭ শতাংশ হচ্ছে কাতলা, রুই, মৃগেল, বাটা ইত্যাদি। আবার উৎপাদনের মাত্র ৬৭ শতাংশ মাছ আমরা টাটকা ব্যবহার করি। বাকিটা করতে পারি না। যার জন্য দরকার মাছকে গুদামজাত করার ব্যবস্থা তৈরি করা, রাস্তা-ঘাট ও পরিবহনের উন্নয়ন করা।

বাঙালি মাছের কাঙালি, পাতে অন্তত একটুকরো মাছ চাই-ই চাই। মাছ শুধুমাত্র আমাদের প্রোটিনের একমাত্র উৎসই নয়, এটা আমাদের নানারকম রোগমুক্তির কারণও। মাছ হচ্ছে জলের নিধি, মানুষের স্বাস্থ্য সম্পদ। আমরা ছোট মাছ সম্পর্কে জানি খুবই কম। ছোট মাছ বলতে আমরা জানি মৌরলা, খয়রা, ট্যাংরা, কই, শিঙি, মাগুর, চ্যাঙ, পাবদা, পুঁটি, বাটা, সরপুঁটি, ডেলা, রেবা, ছিঙুরী, পাঁকাল ইত্যাদি। পাবদা মাছ তো পুষ্টিতে ঠাসা মাছ। মৌরলা মাছ তো গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদায়িনী মায়ের কাছে খুবই উপকারী বা জরুরি, অন্তত তার শরীরে বেড়ে ওঠা শিশুর জন্য। মৌরলা মাছের মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ দুধের সমান, কিন্তু ঘনত্বের হিসাবে মৌরলা মাছে বেশি। ছোট মাছে এছাড়াও আছে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম ও ফসফরাস। দেখা গেছে ১ কোজি ছোট মাছ খাদ্যগুণের হিসাব অনুযায়ী ৪০ কেজি বড়ো মাছ (অর্থাৎ ইন্ডিয়ান মেজর কার্প বা রুই, কাতলা, মৃগেল)-এর তুল্য। মানুষের শরীরে ‘hidden hunger’ বা ‘সুপ্তক্ষুধা’ বলে একটি শীরীরবৃত্তীয় ব্যাপার আছে যেটা মেটায় সাধারণভাবে ছোট মাছ। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে মৌরলা মাছের চাষ হয়, বাড়ির ছোট ডোবাটিতে বা ছোট পুকুরে অন্তত ১০ কেজি করে মৌরলার চাষ হয়। ডাক্তাররা বলেন, প্রতিদিন মাছ খেলে বাতের ব্যথা ও বাতের প্রকটতা কমে, যাদের ঘুম পাতলা, তাদের ভালো ঘুম হয়। ডায়াবেটিস-টাইপ-১ রোগীদের ক্ষেত্রে অন্যতম পথ্য হল ফ্যাটি ফিস বা মাছ যথা ইলিশ, পমফ্লেট, সারডিন ইত্যাদি। দেখা গেছে বাচ্চা বা শিশুদের ছোট বয়সের যে হাঁপানি হয় তার অন্তত ২৪ শতাংশ কম হবে যদি প্রত্যহ মাছ খাওয়ানো হয়। অনেকে আমরা তুলনা করি মাছের প্রোটিন ও দুধ, ডিম বা মাংসের সঙ্গে। মাছের মাংসপেশীতে কোনরকম তন্তুজাতীয় বস্তু নেই কিন্তু খাসির মাংস, ভেড়ার মাংস, মুরগী ইত্যাদিতে আছে প্রচুর পরিমাণে তন্তুজাতীয় পদার্থ। মাছে আছে প্রচুর পরিমাণ Polyunsaturated fattyacids, PUFA যা হার্টের রোগী এবং বাতের রোগীদের অন্যতম পথ্য। যা খেলে রক্তনালীতে কোলেস্টেরল জমার ভয় থাকে না।

ক্যামবোডিয়া দেশের মানুষেরা তাদের শিশুদের খাদ্য তালিকায় ইসোমাস নামক একটি ছোট মাছ রাখবেই রাখবে—আসলে এই মাছটির মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে লোহা ও জিঙ্ক যা শরীর গঠনে বিশেষভাবে উপযোগী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রায় ২৫০ মিলিয়ন শিশু ভিটামিন-এ-র অভাবজনিত রোগে আক্রান্ত, অথচ এই মৌরলা মাছের মধ্যে আছে ৮৯ গুণ ভিটামিন-এ। বর্তমানে ডাক্তারবাবুরা হার্টের রোগীদের সপ্তাহে অন্তত ১-২ দিন ফ্যাটিফিস খাওয়ার উপদেশ দেন। আবার আজকাল ডাক্তারবাবুরা একটু বয়স্ক (৫০-এর ঊর্ধ্বে) ব্যক্তিদের ভিটামিন-ডি-র অভাবের কথা বলছেন, এর ওষুধ হলো মাছ খাওয়া, আসলে এটা স্টেরয়েড-এর মতো কাজ করে। মাছের তেল যেমন কড লিভারওয়েল ইত্যাদির মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ডি। যেমন ধরুন, ১০০ গ্রাম শ্যামন মাছের টুকরোতে প্রায় ১০০ শতাংশ ভিটামিন-ডি আছে। মাছের ওমেগা-৩ বা ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের মস্তিষ্ক ও চোখ গঠনে সাহায্য করে যখন আমরা মাতৃগর্ভেও থাকি।

সুতরাং বর্তমানে বড়ো মাছ চাষের সাথে আমরা যদি চাষিভাইদের ছোট মাছ চাষেও উৎসাহিত করি তাহলে আমাদের পারিপার্শ্বিক জলাশয়ের যেমন ব্যবহার হবে তেমনি অনেক ছোট মাছের উৎপাদন সম্ভব হবে এবং তাদের সংরক্ষণও হবে এবং আগামী দিনে তাদের লুপ্ত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ মার্চ : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি জেলার বিভিন্ন অংশে ত্রিশতম জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হলো। বারাবনী, কুলটি, দুর্গাপুর, ইস্পাত, বুদবুদ-গলসী ও কালনা থেকে দিনটি পালনের খবর পাওয়া গেছে। ‘‘বিশেষভাবে সক্ষমদের কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি’’ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বিভিন্ন বিজ্ঞানকেন্দ্র, বিজ্ঞানচক্র ও বিজ্ঞান সভাস্তরে অনুষ্ঠানগুলি হয়। দুর্গাপুরের বিধাননগরে, ইস্পাতের বিজরা ও ভুরকুণ্ডা হাইস্কুলে, গলসীর সাটিনন্দী হাই স্কুলে এবছরের আলোচনা সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। জেলার সবথেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানটি হয় এন.আই.টি. দুর্গাপুরের অ্যাসেম্বিল হলে। অনুষ্ঠানের সূচনাতেই এন.আই.টি. বিজ্ঞান সভার পক্ষে অধ্যাপিকা অনিতা পাল প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী ও চাকুরিরতদের লাল গোপাল দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। রামপ্রণয় গাঙ্গুলীর স্বাগত ভাষণের পর এন.আই.টি-র রেজিস্টার ব্রিগেডিয়ার এস. নির্ঝর, বিজ্ঞানসভার সম্পাদক ড. রজত সরকার, ভারপ্রাপ্ত নির্দেশক অধ্যাপক নীলোৎপল ব্যানার্জী ও মুখ্য আলোচক অধ্যাপক সুজিতশেখর মুখার্জী ও সভাপতি অধ্যাপক শুভ্রব্রত চৌধুরী দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। বিজ্ঞানদিবসে বিজ্ঞানমনস্কতার ধারাবাহিকতা বিষয়ে আলোকপাত করেন অধ্যাপক পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত, সঞ্চালনা করেন গোকুলবিহারী নন্দ।

২৮ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

কাজী আবদুল করিম

প্রথম ভারতীয় তথা এশিয়া মহাদেশের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী হলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন। ১৯৩৪ সালের ১০ ডিসেম্বর পদার্থবিদ্যায় তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কার ছিল তাঁর অভিনব আবিষ্কার ‘রামন এফেক্ট’-এর জন্য। নোবেল কমিটি ঘোষণা করে ‘‘For his work on the Scattering of Light and for the discovery of the effect named ater him.’’ ১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন ‘রামন প্রভাব’ (Raman Effect) আবিস্কার করেন। এই দিনটি স্মরণে রাখার জন্য ভারত সরকার ১৯৯৮ সালে ‘জাতীয় বিজ্ঞান দিবস’ (National Science Day) হিসাবে ঘোষণা করে এবং সারা দেশে এই দিবসটি পালনের আহ্বান জানায়।

১৮৮৮ সালের ৭ নভেম্বর বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পদার্থ ও গণিতশাস্ত্রে পণ্ডিত চন্দ্রশেখর আয়ার, মাতার নাম পার্বতী। চন্দ্রশেখর ভেঙ্গটরামনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ভাইজ্যাকে। ১৯০০ সালে ১২ বছর বয়সে তিনি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করেন এবং এফ.এ. পাশ করে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি-তে ভর্তি হন। ১৯০৪ সালে বি.এ পাশ করেন প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রেসিডেন্সি থেকেই এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই রামন তাপ, বিদ্যুৎ এবং শব্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। ১৯০৭ সালে ‘নেচার’ ও ‘ফিলোজফিক্যাল মাগাজিন’-এ তাঁর দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়।

ভারতে তখন বিজ্ঞান গবেষণা-র তেমন সুযোগ না থাকায় তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং চাকুরি নিয়ে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় ভারতীয় ফিনান্স বিভাগে ডেপুটি অ্যাকাউটেন্ট জেনারেল পদে যোগ দেন।

চাকুরির পাশাপাশি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স’-এ এসে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার কাজ করতেন। এই সময়ে তিনি ‘নেচার পত্রিকা’, ফিজিক্যাল রিভিউ, ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ লিখতেন।

তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি জানতে পারেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামনের কথা। উপাচার্যের আমন্ত্রণে ১৯১৭ সালে সিভিল সার্ভিস-এর চাকুরি ছেড়ে পদার্থবিদ্যায় পালিত অধ্যাপক পদে (বেতন অর্ধেকরও কম থাকা সত্ত্বেও) তিনি যোগ দেন। তিনি উপাচার্যকে বলেছিলেন, আমাকে গবেষণার সুযোগ দিন আমি নোবেল পুরস্কার এনে দেব।

১৯১৯ সালে ‘নেচার’ পত্রিকায় তাঁর পদার্থের অণুসমূহ কর্তৃক আলোর বিচ্ছুরণ তত্ত্বের উপর লেখা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটিও ১৯২১ সালে ‘নেচার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২১ সালে জলজাহাজে ইউরোপে যাওয়ার সময় ভূমধ্যসাগরের নীল জল দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে কোথা থেকে আসে এই ‘নীল রঙ’? ইউরোপ থেকে ফিরে এই বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে থাকেন। এজন্য বিভিন্ন স্বচ্ছ তরল দ্বারা আলোর স্ক্যাটারিং বা অবক্ষেপণ অধ্যয়ন করতে থাকেন। ‘আকাশ কেন নীল, বিভিন্ন সমুদ্রের বিভিন্ন প্রকারের নীল কেন—এ সম্পর্কে ইংরেজ বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে রামন পরীক্ষার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯২৪ সালে রামনকে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত করা হয়।

১৯২৭ সালে তাঁর এক ছাত্র কে এস কৃষ্ণন খবর দেন আমেরিকার একজন পদার্থবিজ্ঞানী আর্থার লোহি কম্পটন ‘কম্পটন ইলেকট্রন’ দ্বারা এক্সরের অবক্ষেপণ নিয়ে গবেষণা নিয়ে ‘কম্পটন প্রভাব’ আবিষ্কার করে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল কমিটি বলেছে, ‘‘For his discovery of the effect named after him.’’

বিজ্ঞানী রামন মনে করলেন এক্সরের মতো আলোরও অবক্ষেপিত হওয়া উচিত এবং সেই চিন্তাভাবনাকে রূপ দেওয়ার জন্য নিজেই যন্ত্রপাতি তৈরি করে গবেষণা করে দেখালেন ‘‘পৃথিবীর উপরিভাগের বিস্তৃত বায়ুগুল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও গ্যাসীয় অণুতে পূর্ণ থাকে, সূর্যের আলো যখন এই ধূলিকণা ও গ্যাসীয় অণুর উপর পতিত হয় তখন বেগুনী, নীল, সবুজ প্রভৃতি কমতর দৈর্ঘ্যের রঙগুলি বিক্ষিপ্তভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর লাল, কমলা, হলুদ প্রভৃতি বেশি তরঙ্গের রঙগুলি ছড়িয়ে না পড়ে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। নীল জাতীয় রঙগুলি বেশি বিক্ষিপ্ত হয় বলেই আকাশকে নীল দেখায়।’’

১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞানী রামন আলোকের বিচ্ছুরণ সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করে এক আশ্চর্য আবিষ্কার করলেন। তিনি গবেষণা করে দেখালেন, ‘‘যদি একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি বেনজিন, টলুইন ইত্যাদি জৈব তরল পদার্থের উপর ফেলা হয়, তাহলে ওইসব তরল থেকে বিচ্ছুরিত আলোতে আপতিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছাড়াও ক্ষুদ্রতর এবং দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের প্লেটে ধরা পড়ে। তিনি প্রমাণ করেন যে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যটি সম্পূর্ণ নতুন এক প্রক্রিয়া এবং আণবিক বিচ্ছুরণের সঙ্গে এটি সংশ্লিষ্ট। এই আবিষ্কারটি ‘রামন এফেক্ট’ নামে পরিচিত। এজন্যই তিনি ১৯৩০ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ইতালির বিজ্ঞান আকাদেমি ‘মাত্তেউচি স্বর্ণপদক’ দিয়ে তাঁকে সম্মান জানায়। ব্রিটিশ সরকার ‘নাইট’ উপাধিতে ভূষিত করে। জার্মানির ফ্রাইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত ডি এস সি উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৪৩ সালে বিজ্ঞানী রামন ব্যাঙ্গালোরে তৈরি করেন ‘রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট’। এখানেই তিনি বিভিন্ন গবেষণায় লিপ্ত থাকেন। ১৯৪৮ সালে হার্ভার্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ট্যালোগ্রাফি কংগ্রেসে যোগ দেন এবং কৃষ্ট্যালোগ্রাফি গবেষণা বিষয়ে মতামত দেন। ১৯৪৯ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্গটরামনকে ‘ভারতরত্ন’ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

১৯৭০ সালের ২১ নভেম্বর ৮২ বছর বয়সে রামন প্রয়াত হন। ১৯৯৮ সালে ভারত সরকার ২৮ ফেব্রুয়ারি দিবসটি তাঁর স্মরণে ‘জাতীয় বিজ্ঞান দিবস’ হিসাবে পালনের আহ্বান জানায়।

চিকিৎসার গাফিলতিতেই মৃত্যু হল শেখ আনোয়ারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ মার্চ : প্রশাসনের তরফ থেকে ১১৪ কেজি ওজনের একটি বাচ্চাকে দেওয়া হয়েছিল সুচিকিৎসার আশ্বাস। কিন্তু সেই বাচ্চাটিই সরকারি হাসপাতালে এদিন মারা গেল চিকিৎসার গাফিলতিতেই। এই অভিযোগটি উঠেছে কালনা মহকুমা হাসপাতালের বিরুদ্ধে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তা মানতে চায়নি। নাদনঘাট থানার নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়ার আক্কাচ শেখের পাঁচ মেয়ে ও একটি পুত্র সন্তান। সেই পুত্র আনোয়ারের চোদ্দ বছর বয়সেই ওজন ১১৪ কেজি। এই অস্বাভাবিক ওজনের পুত্রের চিকিৎসা করার ক্ষমতা আক্কাচ শেখের ছিল না। বিভিন্ন মিডিয়ায় সে খবর প্রকাশ হলে কালনা মহকুমা প্রশাসনের একটি দল তার বাড়িতে গিয়ে আনোয়ারের সুচিকিৎসার আশ্বাস দেন। সেই দলে ছিলেন কালনা মহকুমা শাসক, বিডিও, হাসপাতাল সুপার, পঞ্চায়েত প্রধান প্রমুখ। সেই সুচিকিৎসা আজ মেলেনি বলে আক্কাচ শেখের অভিযোগ।

ইতিমধ্যেই ওইদিন সকালে কালনা হাসপাতালে আনোয়ারকে গায়ে জ্বর অবস্থায় ভর্তি করা হয়। ওদিন বেলা দুটো নাগাদ তার মৃত্যু হয়। আনোয়ারের বাবা আক্কাচ সেখ সহ সমস্ত নিকট আত্মীয়দের অভিযোগ চিকিৎসার গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে। আমরা যথাস্থানে অভিযোগ জানাবো। এই অভিযোগ মানতে চাননি কালনা হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই। তিনি বলেন, অতিরিক্ত ওজনের এমনিতেই শ্বাসকষ্ট ছিল। তার উপরে নিউমোনিয়া তা বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে আনোয়ারের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসার গাফিলতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটে আসেন কালনা মহকুমা শাসক নিতীন সিংহানিয়া। তিনি বলেন, ঘটনাটি দুঃখজনক ছাড়া আর কি বলব।

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ মার্চ : সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ পূর্ব লোকাল কমিটির পূর্ব সাতগাছিয়ার প্রবীণ সিপিআই(এম) সদস্য পরিতোষ বিশ্বাস (৮২) প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বেশ কিছুদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। এদিন দুপুরে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বহু পার্টি কর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী। পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান গুরুদাস মালো, মহম্মদ আলি, স্বপ্ন ব্যানার্জী, মহম্মদ শাহ, আলিম মণ্ডল প্রমুখ। স্থানীয় শ্মশানে তার শেষকৃত্য সমাধা হয়। সত্তর দশকের আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের যুগে জমির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি সিপিআই(এম)-এর সংস্পর্শে আসেন। তিনি আক্রান্ত হন এবং বেশ কিছুদিনের জন্য তাকে বাড়িও ছাড়তে হয়। ১৯৮২ সালে তিনি সদস্যপদ লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি সেই পদে আসীন ছিলেন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ১৯৯৩ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত কালনা-২ পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। এছাড়াও সমবায় আন্দোলন ও লোকশিল্পী জগতেও বিরাট ছাপ রেখে গেছেন। তিনি বহু গান রচনা করেছেন।

ট্রাক্টর চাপায় বাইক চালকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ মার্চ : ট্রাক্টর চাপায় এক বাইর চালকের মৃত্যু হয় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। মৃত মন্তু মোল্লা (৪৫)-র বাড়ি কালনা থানার ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীনগর গ্রামে। ১ মার্চ কালনা মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। মন্তু মোল্লা তার বাইক নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। কালীনগর মধ্যপাড়ায় ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় একটি ট্রাক্টর সামনাসামনি ধাক্কা দিলে খাদে গিয়ে পড়ে। ট্রাক্টররি তার বুকের উপর চেপে যায়। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবু মন্ত মোল্লাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ ট্রাক্টরটি আটক করেছে বলে জানা গেছে।

আগুনে ভস্মীভূত গোডাউন রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ৩ মার্চ : রনাই অঞ্চলের শহিদ আজাদ নগরে এক পরিত্যক্ত কার্টুনের গোডাউনে দুপুর প্রায় ১২ নাগাদ হঠাৎ আগুন লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত এলাকা কালো ধোঁয়ায় ভরে যায়। এলাকার বাসিন্দারা দমকলে খবর দিলে দমকলের দুটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় প্রায় আড়াই ঘন্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গেছে, মুসলিম ওয়েলফেয়ার উমেন্স হসপিটাল-এর নাম এই গোডাউনটি দীর্ঘ দিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। স্থানীয় বাসিন্দারা স্থানটি নোংরা ফেলার স্থান হিসাবে ব্যবহার করতেন। আগুন লাগার কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়

সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন

হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস

(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)

কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।

যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ

M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

গুণীজন সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ মার্চ : দক্ষিণবঙ্গ সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে সংবর্ধনা ও সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হল ৫ মার্চ বর্ধমানের জাগরী সভাগৃহে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রথিতযশা দশ সাহিত্যিক, কবি এবং সাংবাদিককে সংবর্ধিত করা হয় দক্ষিণবঙ্গ সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে। সংবর্ধিত হন সাংবাদিক প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, নিরুপম চৌধুরী ও পার্থ চৌধুরী। এছাড়া সংবর্ধনার পাশাপাশি ফাগুনের দুপুরে সাহিত্যচর্চা, কবিতা, আবৃত্তির মধ্য দিয়ে গোটা অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সভায় সভাপতিত্ব করেন আবু মণিরুদ্দিন চৌধুরী এবং গোটা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সর্বজিৎ যশ। বাংলা সংবাদপত্রের দুশো বছর বিষয়ে একটি আলোচনাসভাও হয়।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯৫০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২. ১৮৪৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, ৩. ১৯৪৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ সালে, ৪. ১৯৫৬ সালের ৪ মে, ৫. ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, ৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩ বছরের প্রতিবন্ধী নারী জেসিকা কক্স; ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, ৭. ১৯৪৪ সালের ১ মার্চ, মৃত্যু ২৬ মার্চ, ২০০৬, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-র, ৮. ১৯৬৭ সালের ২ মার্চ, অজয় মুখার্জী, জ্যোতি বসু, ৯. কুষাণ রাজ কনিষ্ক, ১০. ১৮৮২ সালের ৩ মার্চ, অজয় নদের তীরে কো-গ্রামে, ১১. ১৯২২ সালের ৩ মার্চ, ১২. ১৯৪৩ সালের ৫ মার্চ, জন্ম ১৮৭৯ সালের ২১ ডিসেম্বর।

দেশ জুড়ে সফল ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে জনবিরোধী, শ্রমিক বিরোধী কর্পোরেট নীতি কার্যকর করা যে সহজ হবে না তা বুঝিয়ে দিল সারা দেশের সর্বাত্মক ব্যাঙ্ক ধর্মঘট। দেশের প্রতিটি প্রান্তে সরকারি, বেসরকারি এমনকি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলিও পুরোমাত্রায় স্তব্ধ ছিল। জেলার সর্বাত্মক ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে। এটিএমগুলির বেশিরভাগই বন্ধ ছিল এদিন। সর্বাত্মক এই ধর্মঘটের জন্য ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের বর্ধমান জেলার আহ্বায়ক প্রভাস পাল ব্যাঙ্ক কর্মচারী, অফিসার ও ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

টেট : যুবদের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ মার্চ : টেট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে তিন দিনের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে নামে ডি.ওয়াই.এফ.আই মেমারি-২ জোনাল কমিটি। মন্তেশ্বর, বামুনিয়া বাজার, পুটশুড়ি, মালম্বা বাজারে পর-পর তিন দিন স্বাক্ষর সংগ্রহ মিছিল ও বিক্ষোভ চলে। ১ মার্চ যুবরা মন্তেশ্বরে মিছিল করে ও স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালায়। এর সাথেই অবস্থান ও বিক্ষোভে সামিল হয়। সংগঠনের জোনাল সম্পাদক সুদেব ঘোষ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সর্বস্তরের মানুষকে অভিনন্দন জানান।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২ মার্চ : বেঙ্গল কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এ্যাসেসিয়েশনের পরিচালনায় মেমারি জোনের অফিস ভবনে, পুরাতন এল.আই.সি. পাড়ায় একটি রক্তদান শিবির হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন মেমারি পৌরসভার উপপৌরপ্রধান সুপ্রিয় সামন্ত। শিবিরে স্বেচ্ছায় দুজন মহিলা সহ মোট ৫০ জন রক্তদান করেন।

হাসপাতালে পরীক্ষা দিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ মার্চ : কালনা হাসপাতালে বেড়ে বসেই বুধবার জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা দিল এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুমনা দাস। ২ মার্চ পরীক্ষাকেন্দ্রেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। ওই দিনের ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কালনা মহিষমর্দিনী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীর বাবা জানান, পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানো নিয়ে সে সন্তুষ্ট ছিল না। তাই অভিমানে আগের দিন রাত্রে ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেয়। পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনো রকমে পৌঁছাতে সক্ষম হলেও সে পরীক্ষা দিতে পারেনি। অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

আন্দোলন চলছে কৃষি অঞ্চলে

—প্রথম পাতার পর

১৮ লাখ মেট্রিক টন মতো আলু উৎপাদন হয়। এবার আরও ফলন বাড়বে। এর মধ্যে ৬০ ভাগ আলু রাজ্যে লাগে। ৪০ ভাগ আলু ভিনরাজ্যে না গেলে আলুর দাম কিছুতেই বাড়বে না বলে বিশেষজ্ঞদের মত। যদিও সে আশায় জল ঢেলে দিয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। ২০১৪ সালে ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো নিষিদ্ধ করায় এখন উড়িষ্যা, বিহার, আসামে আলু উৎপাদনে রাজ্য সরকার সহায়তা দেওয়ায় চাহিদা মিটিয়েছে রাজ্যে।

১ মার্চ কালনার দুটি ব্লকেই ৩৫০ টাকা বস্তা দরে আলু কেন ও কৃষি ঋণ মুকুবের দাবিতে মিছিল, পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে সারা ভারত কৃষকসভা ছোট বহরকুলিতে। এখানে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহম্মদ আলি, অশোক ঘোষ ও মহম্মদ শাহ। আর একটি প্রতিবাদ মিছিল, সমাবেশ হয় শিকারপুরে। দীর্ঘ মিছিল বাঘনাপাড়া বাসস্ট্যান্ডে সভার রূপ নেয়। এখানে বক্তব্য রাখেন শ্যামল পাল ও গৌতম দত্ত। ২৮ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ ও অবরোধ হয় বৈদ্যপুর রথতলায়। সমাবশে বক্তব্য রাখেন শ্রীকুমার দুবে, অশোক মুখার্জী।

১ মার্চ সাতগাছিয়াতে শতাধিক কৃষকের মিছিল হয়। মিছিলে সামনের সারিতে ছিলেন অশেষ কোঙার, মালা ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। চাষিরা জানান, গরিব প্রান্তিক চাষিরা ১০ হাজার টাকা বিঘে আগাম দিয়ে জমি মালিকদের থেকে জমি নিয়ে চাষ করেছে। তাদের খরচ পড়েছে বিঘে প্রতি ৩০ হাজার টাকা। প্রান্তিক চাষিরা চরম সমস্যায় পড়েছে। তাদের দাবি কৃষিঋণ ও স্টোর ভাড়া মুকুব করতে হবে।

তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার

—প্রথম পাতার পর

মণ্ডল এবং ভাস্কর হালদার। এই ধৃতরা এখন জেল হেফাজতে রয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিযুক্ত বাবু মণ্ডলকে দলের কেউ না বললেও বাবু মণ্ডল এদিন বলেন, আমি তৃণমূলের শ্রমিক নেতা। আমি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার। দলই আমাকে ফাঁসিয়েছে। কালনা মহকুমা পুলিশ অফিসার প্রিয়ব্রত রায় জানান, খবর পেয়ে আমরা বাবু মণ্ডলকে শিলিগুড়ি হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার করি।

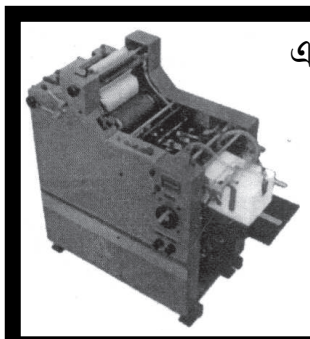

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

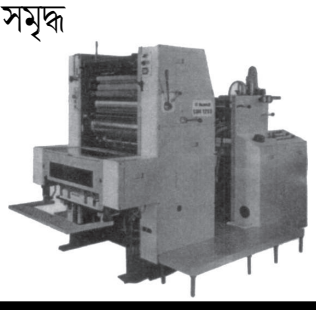

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা